জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – জানুয়ারি ২০০৭/০২

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* নেপালের শান্তি প্রক্রিয়া নজরদারির ক্ষেত্রে জাতিসংঘের "উলে-খযোগ্য অগ্রগতি" অর্জন: জাতিসংঘ প্রতিনিধি
* জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে পুনরুজ্জীবিত করতে বান কি মুনের উদ্যোগ গ্রহণ
* পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব
* ইরাক: সাদ্দামের সহযোগীদের ফাঁসি হওয়ায় জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধানের আক্ষেপ প্রকাশ
* বিশ্ব খাদ্য মান উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্যও সুযোগ সৃষ্টি করে- জাতিসংঘ সংস্থা

নেপালের শান্তি প্রক্রিয়া নজরদারির ক্ষেত্রে জাতিসংঘের "উলে-খযোগ্য অগ্রগতি" অর্জন: জাতিসংঘ প্রতিনিধি

১৮ জানুয়ারি- গত বছর নেপাল সরকার ও মাওবাদী যোদ্ধাদের মধ্যে যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকগণ 'উলে-খযোগ্য অগ্রগতি' অর্জন করেছে। দেশটিতে জাতিসংঘের প্রধান প্রতিনিধি আজ একথা জানান। তিনি মাওবাদী যোদ্ধাদের ও তাদের অস্ত্র নিবন্ধীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

নেপালে মহাসচিবের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ইয়ান মার্টিন আরো জানান, নিরাপত্তা পরিষদ নেপালে একটি নতুন জাতিসংঘ মিশন প্রতিষ্ঠার (ইউএনআইএন) চিন্তাকে পুর্ণাঙ্গরূপে সমর্থন করে এবং এ পর্যন্ত অর্জিত ইতিবাচক অগ্রগতিতেও নিরাপত্তা পরিষদ বেশ সন্তুষ্ট। দেশটি একটি অন্তবর্তী সংবিধান ও অন্তবর্তী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে।

জনাব মার্টিন বলেন, অস্ত্র ও সৈন্য পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও জাতিসংঘ উলে-খযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে। বর্তমানে নেপালে জাতিসংঘের ৩৫জন পর্যবেক্ষকের একটি পুর্ণাঙ্গ দল অবস্থান করছে। নেপালগঞ্জ (স্থানের নাম) ও কাঠমান্ডুতে কোন রূপ দপ্তর ছাড়াই কাজ করার জন্য পর্যবেক্ষকদের মোতায়েন করা হয়েছে এবং একটি অগ্রবর্তী দল বিরাটনগরে (স্থানের নাম) দপ্তর প্রতিষ্ঠার জন্য গেছে।

তিনি আরো বলেন, প্রধান দু'টি সেনানিবাস এলাকা চিতওয়ান ও নাওয়ালপরশিতে গতকাল থেকে শুরু হওয়া মাওবাদী যোদ্ধা ও তাদের অস্ত্র তালিকাভুক্তিকরণের কাজ বেশ মসৃণ গতিতে এগিয়েছে। নেপালের সামরিক কমান্ডারদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতার মাধ্যমে আমাদের পর্যবেক্ষকদের মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন বেশ ফলপ্রসু হয়েছে। আমরা আশা করছি নেপালের সামরিক বাহিনীও একই সংখ্যক অস্ত্র অস্ত্রভা�ারে জমা দেবে।

নেপাল সরকার ও নেপালের কম্যুনিষ্ট দল (মাওবাদী) উভয়ই এ চুক্তি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের কাছে সহায়তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। ২১ নভেম্বর নেপাল সরকার ও নেপালের কম্যুনিষ্ট দলের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ১০ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। এ যুদ্ধে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ নিহত ও ১ লক্ষেরও অধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

জনাব মার্টিন বলেন, ভারতীয় ও ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন নেপালি সৈনিকদের নিয়ে গঠিত একটি অন্তবর্তীকালীন টাস্কফোর্স জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের সহায়তা করছে। জাতিসংঘের বাড়তি সহায়তার অংশ হিসেবে এ বছরের নির্বাচনের প্রস্তুতিতে সাহায্য করার জন্য প্রধান নির্বাচন বিষয়ক উপদেষ্টা বর্তমানে নেপালে আগমন করেছেন।

মার্টিন বলেন, সোমবার প্রধান নির্বাচন বিষয়ক উপদেষ্টা ফিদা নাসরুল-হ্'হর আগমনের মধ্য দিয়ে আমাদের আন্তর্জাতিক নির্বাচন সহায়তা দল আরো পুর্ণাঙ্গতা লাভ করল। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অনুরোধে নির্বাচন সহায়তা দল নির্বাচন কমিশনে তাদের দপ্তর

স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে যাতে আরো ঘনিষ্ঠভাবে তারা তাদের সহযোগীদের সাথে কাজ করতে পারে।

এ বছরের শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন নিরাপত্তা পরিষদের নিকট প্রেরিত এক প্রতিবেদনে সুপারিশ করেন যাতে নিরস্ত্র সামরিক পর্যবেক্ষক, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসনের সমন্বয়ে গঠিত জাতিসংঘের একটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক মিশন শান্তি চুক্তি পর্যবেক্ষণের জন্য নেপালে প্রেরণ করা হয়।

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে পুনরুজ্জীবিত করতে বান কি মুনের উদ্যোগ গ্রহণ

১৭ জানুয়ারি- জাতিসংঘে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনকে জোরদার করতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের জন্য তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

মহাসচিব হিসেবে পরিষদে দেওয়া তার প্রথম ভাষণে জনাব বান উন্নয়ন জাতিসংঘ মিশনের মুলে রয়েছে বলে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের পাশাপাশি একটি শান্তিপুর্ণ ও উন্নত বিশ্বের জন্য আমাদের মৌলিক আকাঙ্ক্ষাকে এটি প্রতিনিধিত্ব করে।

জনাব বান বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো পুরণের ব্যাপারে জাতীয় সরকারকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও অন্যান্য বিশ্ব সমস্যাকে হ্রাস করার জন্য এ লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, আমাদের সংগঠন এবং বিশেষত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রয়েছে, বিশেষ করে সদস্য রাষ্ট্রদের এসব লক্ষ্যের কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়তা করার ক্ষেত্রে।

মহাসচিব উঈঙঝঙঈ কের ভূমিকাকে আরো বৃদ্ধি করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি পরিষদকে উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহের বাস্তবায়ন মুল্যায়ন ও তদারকির একমাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সুপারিশ করেন। তিনি আরো বলেন, এ ক্ষেত্রে অন্য কোন সংস্থার একই ধরনের ভূমিকা থাকলে তা বন্ধ করতে হবে।

যুদ্ধোত্তর দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সহায়তা দানে পরিষদের দায়িত্বের কথা উলে-খ করে জনাব বান এক্ষেত্রে পরিষদ ও জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের মধ্যকার অব্যাহত ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যুদ্ধোত্তর দেশগুলোকে পুনরায় সংঘাতে লিপ্ত হওয়া থেকে প্রতিহত করতে গত বছর শান্তি বিনির্মাণ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আজকের বৈঠকে উঈঙঝঙঈ কের সভাপতির দায়িত্ব তিউনিশিয়ার কাছ থেকে লিথুনিয়ার কাছে হস্তান্তর করা হল। জনাব বান বলেন, আমি বিশ্বাস করি পরিষদকে ঢেলে সাজানো এখন বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমি আশা করি সচিবালয় ও কাউন্সিলের নতুন নেতৃত্ব এই মুহূর্তকে কাজে লাগাতে ও আমাদের সকলের আশা পুরণ করতে একত্রে কাজ করবে। মহাসচিব হিসেবে জনাব বানও এ মাস থেকেই তার কাজ শুরু করেন।

পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব

১৬ জানুয়ারি- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ চুক্তি কাঠামোর প্রধান (ইউএনএফসিসিসি) এ সমস্যা মোকাবেলায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য জাতিসংঘের সহায়তায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব করেন।

ইউএনএফসিসিসি-এর নির্বাহী সচিব ইয়োভু ডি বয়ার নিউ ইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন শক্তি সম্পদ, শক্তি সম্পদের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক বিষয় ও উন্নয়নমুলক বিষয়গুলোকে প্রভাবিত করে, তাই এ সমস্যাটিকে রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

উক্ত কর্মকর্তা গতকাল জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণে জাতিসংঘের নেতাই হবেন আদর্শ ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমি মনে করি এ প্রক্রিয়াকে সামনে এগিয়ে নিতে ও এ ধরনের বিষয়ে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ

মহাসচিবের পদটি বেশ উপযোগী।

বান কি মুনের একজন মুখপাত্র আজ বলেন জলবায়ু পরিবর্তনকে থামানো বা এ অবস্থার উন্নতির আশু প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মহাসচিব ভালভাবেই ওয়াকিবহাল রয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন এটি এমন এক গুরুত্বপুর্ণ বিষয় যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবসহ মানবতার জন্য গুরুতর পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

জনাব বান কি মুন নিজে বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন থামাতে আমাদেরকে অবশ্যই আরো অনেক কিছু করতে হবে। এ মাসের গোড়ার দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, এ বিষয়টিও আমার অগ্রাধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বিশ্বের প্রধান কিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড সৃষ্টিকারী দেশ ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের পথে খানিকটা অগ্রগতি অর্জন করলেও উন্নয়নশীল দেশগুলো এর ফলে ইতিমধ্যেই দীর্ঘ খরা ও অবকাঠামো হারানোর মত ক্ষতির শিকার হওয়ায় বিষয়টি এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এসে পোঁছেছে।

২০১২ সালে বর্তমান কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘে এ চুক্তিটি প্রণীত হয়। জনাব বয়েরা বলেন, এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এর স্থলে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের সময় উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

তিনি বলেন, আমি মনে করি জাতিসংঘ প্রক্রিয়ায়, জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি কাঠামোয় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশ্নটিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা জরুরি, কেননা এতে সব পক্ষের স্বার্থই বিবেচনা করা সম্ভব হবে এবং ২০১২ সালের পরের জন্য আপনি একটি সমাধানে পোঁছুতে পারবেন যাতে প্রকৃতপক্ষে "বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি"র প্রতিফলন ঘটবে।

ইরাক: সাদ্দামের সহযোগীদের ফাঁসি হওয়ায় জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধানের আক্ষেপ প্রকাশ

১৫ জানুয়ারি- আজ ইরাকের রাজধানী বাগদাদে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনের দুই সহযোগীর ফাঁসি হওয়ায় জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার লুইস আরবার এক বিবৃতিতে বলেন, আওয়াদ হামাদ আল বানদার এবং বারজান ইব্রাহিম আল হাসানের মৃত্যুদণ্ডাদেশ যে বিচার কার্যের মাধ্যমে দেওয়া হল তা কতটা ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন ছিল সে বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন। ১৯৮২ সালে দুজাইল শহরের মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠনের জন্য গত বছর এই দুই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিচারের পর মৃত্যুদণ্ডাদেশ চাপিয়ে দেওয়া এবং আপীল প্রক্রিয়ায় আইনানুগ বিধিমালার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা জীবনের অধিকার লঙ্ঘনের শামিল।

মিজ আরবার বলেন, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো জাতীয় আপোস-মীমাংসার জন্য একদিকে যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ তেমনি বিচারের ফাঁক গলে বের হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য ও দীর্ঘ সংগ্রামকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং অবশ্যই তাদেরকে লঙ্ঘন করে নয়।

হাই কমিশনার আরো বলেন, তিনি সর্বক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে। এর মাধ্যমে তিনি আরো বুঝিয়েছেন যে, ইরাকে সংঘটিত একই ধরনের বর্বর অপরাধের পুর্ণাঙ্গ আইনগত বিবরণ পাওয়া আরো বেশি দুস্কর।

এ মাসের গোড়ার দিকে বিচারকার্যের নিরপেক্ষতার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে মিজ আরবার এই দুই সহযোগীকে মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার জন্য ইরাকি প্রেসিডেন্ট জালাল তালাবানির কাছে সরাসরি আবেদন জানান। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের মুখপাত্রও সেই সময় তার এ আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানান, যিনি আজ মিজ আরবারের সাথে এ ঘটনার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্ব খাদ্য মান উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্যও সুযোগ সৃষ্টি করে- জাতিসংঘ সংস্থা

১২ জানুয়ারি- খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত আদর্শমান ও বিধিমালার সম্প্রসারণে ধনী দেশগুলোর বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অব্যাহতভাবে চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করছে। তবে উন্নত কৃষি চর্চা বিশ্বায়নের সাথে খাপ খাওয়াতে উন্নয়নশীল বিশ্বকে সাহায্য করতে পারে। আজ জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এ অভিমত প্রকাশ করে। ফাও সব পক্ষের জন্যই "জয়-জয়" পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করে।

ফাও(ঋঅঙ) বিশেষজ্ঞ অ্যান সোফি পইসট বলেন, খামার পর্যায়ে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মনীতি বাস্তবায়নের জন্য 'উন্নত কৃষি চর্চা' শব্দটি এখন প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। সারাবিশ্বের অনেক সরকার, পাইকারি বিক্রেতা, রপ্তানীকারক, উৎপাদনকারী, শিক্ষাবিদ ও কৃষি খাতের সাথে সংশি-ষ্ট অন্যান্যরা এসব নিয়মনীতির প্রবর্তন করেন।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিশেষ প্রেক্ষাপটে উন্নত কৃষি চর্চা বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের জন্য "জয়-জয়" পরিস্থিতি তৈরি করতে ও তাদের একযোগে কাজ করার ক্ষেত্রে ফাও(ঋঅঙ) গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এ সপ্তাহের গোড়ার দিকে এক সেমিনারে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়ার পর রোমে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, ফাও(ঋঅঙ)-এর কর্মপদ্ধতি বিদ্যমান আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ এবং তা কোন নতুন আন্তর্জাতিক আদর্শমান বা নিয়মনীতির তৈরি করে না।

এই সংস্থা দেশীয় বাজারের জন্য শষ্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র কৃষক থেকে শুরু করে রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের কৃষক সকলের জন্য প্রযোজ্য স্থানী-য়ভাবে উপযুক্ত কৃষি চর্চাকে উন্নত করতে সরকার, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও); স্থানীয় সম্প্রদায় ও অন্যান্যদের সহায়তা করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফাও(ঋঅঙ) উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নত কৃষি চর্চার সাথে খাপ-খাওয়াতে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেগুলো বাস্ত বায়নে সাহায্য করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। বার কিনা ফেসো, উগান্ডা, কেনিয়া, নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, চিলি এবং আরো অন্যান্য দেশে ফাও(ঋঅঙ) কর্মশালা, প্রকল্প ও অন্যান্য কার্যক্রম আয়োজন করে।

ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়া, এশিয়া এবং আফ্রিকার বেশ কিছু দেশে তাজা ফলমুল ও শাকসবজির নিরাপত্তা ও মান সম্পর্কে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কোর্স ও ইলেকট্রনিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে বা ভবিষ্যতে করা হবে।

** * **